সংবাদ

তারিখ 17 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ও হত্যার রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারল না

ছাত্র হত্যার ঘটনা থেকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন পর্যন্ত মুক্ত ছিল। গত বুধবার গভীর রাতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে ছাত্রদলের অন্তর্কলহ। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিজ সংগঠনের নেতাকে পিটিয়ে হত্যা করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের ক্যাডাররা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার রাজনীতির তালিকায় শাবির নাম লিখিয়ে নিয়েছে।

শাবি ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম এ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডটিতে দলীয় ক্যাডাররা যাকে খুন করেছে তিনি হচ্ছেন ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক রকিবুল ইসলাম পাটোয়ারী লিটন। হত্যাকাণ্ডের পর স্বাভাবিকভাবেই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই রাতেই সিন্ডিকেটের জরুরি সভা ডেকে সব পরীক্ষা স্থগিত ও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদলের দুই নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদল দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

জানা গেছে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষা শেষে বুধবার বিকেলে ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় গোলচত্বরের সামনে নিজ সংগঠনের ক্যাডারদের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন লিটন। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোলচত্বরে ছাত্রদলের ১৫/২০ জন ক্যাডার লিটনের ওপর হামলা চালায়। তারা লিটনকে শাকসু ভবনের ভেতরে নিয়ে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে ওসমানী হাসপাতালে রাত আড়াইটায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে একটি পত্রিকা লিখেছে, দলীয় অন্তর্কলহ অথবা পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। শাবি ছাত্রদলের ৭টি গ্রুপের একটির নেতৃত্বে ছিলেন নিহত লিটন। গত বছরের শেষে অন্য একটি গ্রুপের সঙ্গে তার গ্রুপের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। এরই জের ধরে গত বুধবারের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কি না সেটা অনেকের প্রশ্ন। অন্যদিকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা দাবি করেছেন, লিটনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি এ ঘটনার জন্য শাবি ছাত্রদলের এক নেতাকে দায়ী করেছেন।

হত্যাকাণ্ডের কারণ যাই হোক এবং ছাত্রদলের যে গ্রুপের যে নেতা বা ক্যাডাররাই ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী হোক না কেন, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে– ক্যাম্পাসে এ হত্যাকাণ্ড ঘটবে কেন? ছাত্র রাজনীতির আজকের সহিংসতা এবং বর্বরতাই যে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কেও হত্যার রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে দিল না, এ কথা প্রমাণ করার জন্যই যেন লিটনকে মরতে হলো। ছাত্র রাজনীতি আজ জাতীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের বিভেদ ও বিরোধের শিকার। জিয়াউর রহমান পিপিআর করে ছাত্র সংগঠনকে বাধ্যতামূলকভাবে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে গ্রুপিং, কোন্দল এবং হত্যাকাণ্ড বেড়েছে। আজকে এটি যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে গেছে তার প্রমাণ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু। এ সহিংস ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রদের কোন কল্যাণ হচ্ছে না। এখন সময় এসেছে এই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার।

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করতে চান কি চান না। তারা এ ব্যাপারে আন্তরিক কি, আন্তরিক নন। জোট সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই দাবি করা হচ্ছে, দেশ থেকে তো বটেই ক্যাম্পাস থেকেও সন্ত্রাস তারা দূর করে দিয়েছে; কিন্তু এ দাবির সঙ্গে বাস্তবতার যে মিল নেই তার প্রমাণ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা।

বিষয়টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বজনীন। সরকারি দল বা কোন একটি দলের পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা যে সম্ভব নয়, সে ব্যাপারে সবাই একমত হবেন। এর জন্য প্রয়োজন সব রাজনৈতিক দলের সমঝোতা এবং ঐকমত্য।

ব্যাপারটি সহজ হবে না, তবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে জোট সরকার, যদি তারা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধে আন্তরিক হয়। তবে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ছাত্রদলসহ সব ছাত্র সংগঠনকে বাধ্যতামূলক জাতীয় রাজনৈতিক দলের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বিধি বা আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই কোন ছাত্র সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন রকম সম্পর্ক থাকতে পারবে না। আমরা মনে করি, এ পদক্ষেপ নিলে সেটি জনসমর্থন পাবে।